০৬-১১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার গলার হার হওয়ার জন্য জ্ঞান আর যোগের রেস করো, তোমাদের দায়িত্ব হলো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়া"

প্রশ্ন :-- কোন্ ফুর্তির নেশায় থাকলে তোমাদের রোগও সেরে যাবে ?

উত্তর :-- তোমরা জ্ঞান আর যোগের নেশায় ফুর্তিতে থাকো, এই পুরানো শরীরের চিন্তা কোরো না । যত শরীরের প্রতি বুদ্ধি যাবে, লোভ আসবে , ততই বেশী রোগ আসতে থাকবে । এই শরীরের শৃঙ্গার, পাউডার, ক্রিম ইত্যাদি লাগানো -- এ সবই অপ্রয়োজনীয় শৃঙ্গার, তোমাদের নিজেদেরকে জ্ঞান - যোগের দ্বারা সাজাতে হবে । এটাই হল তোমাদের প্রকৃত শৃঙ্গার ।

গীত :-- যে প্রিয়তমের সঙ্গে আছে, তার জন্যই বরিষণ আছে .....

ওম্ শান্তি । যে বাবার সঙ্গে আছে... এখন দুনিয়াতে বাবা তো অনেক আছে কিন্তু তাদের সকলেরও বাবা, রচয়িতা - একজনই । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, এই জ্ঞানেই সদগতি হয় । মানুষের সদগতি তখনই হয় যখন সত্যযুগের স্থাপনা হয় । বাবাকেই সদগতিদাতা বলা হয় । যখন সঙ্গমের সময় আসে, তখনই জ্ঞানের সাগর এসে দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যান । ভারত হলো সবথেকে প্রাচীন । ভারতবাসীদের নামেই ৮৪ জন্মের গায়ন আছে । তাহলে অবশ্যই যে মানুষ প্রথমের দিকে আসবে, তারাই ৮৪ জন্ম নেবে । দেবতাদের ৮৪ জন্ম বললে ব্রাহ্মণদেরও তো ৮৪ জন্মই হলো । মুখ্যদেরই উন্নতি করানো হয় । এই কথা কেউই জানে না । অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা এই সৃষ্টির রচনা করা হয় । প্রথমদিকে সূক্ষ্ম লোকের রচনা করা হয়, তারপর এই স্থূল লোকের । এই বাচ্চারা জানে যে - সুক্ষ্ম লোক কোথায় আর মূল লোক কোথায় ? মূলবতন, সুক্ষ্ম বতন, স্থুল বতন - একেই ত্রিলোক বলা হয় । ত্রিলোকিনাথ যখন বলা হয় তখন তার একটা অর্থও তো চাই । ত্রিলোক তো কোথাও থাকবে । বাস্তবে ত্রিলোকিনাথ এক বাবা আর তাঁর বাচ্চাদেরই বলা যেতে পারে । এখানে তো কোন মানুষের নাম ত্রিলোকিনাথ, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর ইত্যাদি --- এই সব নাম ভারতবাসীরা নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছে । ডবল নামও তারা রাখে, যেমন -- রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ । এখন এ কথা তো কেউই জানে না যে, রাধা আর কৃষ্ণ আলাদা আলাদা ছিলেন । কৃষ্ণ এক রাজ্যের প্রিন্স ছিলো আর রাধা ছিলো অন্য রাজ্যের প্রিন্সেস । এ কথা তোমরা এখন জানো । যারা খুব ভালো বাচ্চা, তাদের বুদ্ধিতে ভালো ভালো পয়েন্টস ধারণ হয় । যেমন যারা খুব ভালো ডাক্তার হবে, তাদের কাছে তো অনেক ওষুধের নাম থাকে । এখানেও এমন অনেক নতুন নতুন পয়েন্টস বের হতে থাকে । দিন - প্রতিদিন আবিষ্কার হতেই থাকে । যাদের খুব ভালো অভ্যাস হবে, তারা নতুন নতুন পয়েন্টস ধারণ করবে । ধারণ করতে না পারলে মহারথীদের লাইনে আনা যাবে না । সমস্তকিছু এই বুদ্ধির উপরই নির্ভর করে আর ভাগ্যেরও ব্যাপার আছে । এও তো ড্রামাতেই আছে । এই ড্রামাকেও কেউ জানে না । এ কথা বুঝতে পারে যে কর্মক্ষেত্রে আমরা অভিনয় করছি কিন্তু ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে না জানলে মনে করো কিছুই জানে না । তোমাদের তো সবকিছুই জানতে হবে ।

বাচ্চারা যখন জানতে পেরেছে যে, বাবা এসেছেন, তখন বাচ্চাদের দায়িত্ব হলো অন্যদেরও বাবার পরিচয় দেওয়া । সমস্ত দুনিয়াকে জানানো হলো তোমাদের দায়িত্ব । তারা যেন বলতে না পারে যে আমরা জানতাম না । তোমাদের কাছে অনেকেই আসবে । লিটারেচার ইত্যাদি অনেকেই নেবে । শুরুতে বাচ্চারা অনেক সাক্ষাৎকার করেছে । এই ক্রাইস্ট, ইব্রাহিম ভারতেই আসেন । বরাবর ভারত সবাইকে আকর্ষণ করে । প্রকৃতপক্ষে ভারতই বেহদের বাবার জন্মভূমি কিন্তু ওরা এইকথা জানে না যে, এই ভারত ভগবানের জন্মভূমি । যদিও তারা বলে শিব পরমাত্মা তবুও সবাইকে পরমাত্মা বলে দিয়ে বেহদের বাবার গুরুত্ব নষ্ট করে দিয়েছে । বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো যে – ভারত খণ্ড হলো সবথেকে বড় তীর্থস্থান । বাকি আর যে পয়গম্বর ইত্যাদি আসেন, তারা আসেনই নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করতে । তাদের পিছনে সমস্ত ধর্মের মানুষ আসতে – যেতে থাকে । এখন হলো অন্তিম সময় । সবাই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তোমাদের এখানে কে এনেছেন ? ক্রাইস্ট এসে খ্রীস্টান ধর্ম স্থাপন করেছেন, তিনি তোমাদের আকর্ষণ করে এনেছেন । এখন সবাই ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে । এ কথা তোমাদেরই বোঝাতে হবে যে, সবাই আসে নিজের – নিজের অভিনয় করতে । এই অভিনয় করতে করতে একদিন দুঃখে আসতেই হবে । এরপর এই দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া – এ তো বাবার কাজ । এই ভারত হলো বাবার জন্মভূমি, এই গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমরা বাচ্চারাও সকলে জানো না । খুব অল্পই আছে, যারা বুঝতে পারে এবং তাদের নেশা চড়ে থাকে । কল্প – কল্প বাবা এই ভারতেই আসেন । এ কথা সবাইকেই বলতে হবে । সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে হবে । প্রথমে তো এই সেবা করতে হবে । লিটারেচার তৈরী করতে হবে । নিমন্ত্রণ তো সবাইকে করতে হবে, তাই না । রচয়িতা আর রচনার নলেজ কেউই জানে না । সেবাপরায়ণ হয়ে নিজের নাম উজ্জ্বল করতে হবে । যারা তীক্ষ্ণ বাচ্চা, যাদের বুদ্ধিতে অনেক পয়েন্টস থাকে, সবাই তাদের সাহায্য চায় । তাদের নামই জপ করতে থাকে । এক তো শিববাবার নাম জপ করবে, তারপর ব্রহ্মাবাবার, তারপর নম্বর অনুসারে বাচ্চাদের নাম জপ করতে থাকে । ভক্তিমার্গে মানুষ হাতে মালা জপ করে, এখন মুখে নাম জপ করে -- অমুকে খুব ভালো সেবাপরায়ণ, নিরহংকারী, খুব মিষ্টি, ওনার কোনো দেহবোধ নেই । বলা হয় না, মিষ্টি হও, তাহলেই সবাই মিষ্টি ব্যবহার করবে । বাবা বলেন যে – তোমরা দুঃখী হয়েছো, এখন বাচ্চারা তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমিও তোমাদের সাহায্য করবো । তোমরা ঘৃণা করলে আমি কি করবো ? এ তো নিজের উপরই ঘৃণা করা হলো । তাহলে তোমরা পদ পাবে না । তোমরা কতো অথৈ ধন পাও । কেউ কেউ লটারী পেলে তো কতো খুশী হয় । এই লটারীর উপহারও কতোভাবে আসে । ফার্স্ট প্রাইজ, সেকেন্ড প্রাইজ এরপর থার্ড প্রাইজ হয় । হুবুহু এও হলো ঈশ্বরীয় রেস । এ হলো জ্ঞান আর যোগবলের রেস । এতে যারা তীক্ষ্ণ হয় তারাই গলার হার হবে, আর হৃদয় আসনে কাছাকাছি বসবে । খুব সহজভাবেই তো এ কথা বোঝানো হয় । নিজের ঘরকেও দেখভাল করো কেননা তোমরা কর্মযোগী । ক্লাসে এক ঘন্টা পড়তে হবে তারপর ঘরে গিয়ে তার উপর চিন্তন করতে হবে । স্কুলেও তো এমনই করা হয় । স্কুলে পড়ে তারপর বাড়িতে গিয়ে হোম ওয়ার্ক করে । বাবা বলেন, এক ঘন্টা, আধ ঘন্টা -- দিনে তো আধ ঘন্টা হয় । তারমধ্যেও বাবা বলেন এক ঘন্টা, আচ্ছা আধ ঘন্টা । পনেরো বা কুড়ি মিনিটই ক্লাস অ্যাটেণ্ড করো তারপর নিজস্ব কাজকর্মে লেগে যাও । আগে বাবা তোমাদের বসাতেন যে স্মরণ করো, স্বদর্শন চক্র ঘোরাও । স্মরণের নাম তো ছিলোই, তাই না । বাবা এবং আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে করতে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে যখন দেখবে ঘুম এসে যাবে, তখন গিয়ে শুয়ে পড় । তাহলেই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে । এরপর ভোরবেলা যখন উঠবে তখন সেই পয়েন্ট স্মরণে এসে যাবে । এমন অভ্যাস করতে করতে তোমরা নিদ্রাজয়ী হয়ে যাবে ।

যা করবে তাই পাবে । যে করবে, সেই করা নজরে আসবে । তার চলনই প্রত্যক্ষ হয় । যে কিছু না করে তার চলনই অন্যরকম হয় । দেখা যায় যে, এই বাচ্চারা বিচার সাগর মন্থন করে, ধারণা করে । কোনো লোভ তো এদের নেই । এ তো পুরানো শরীর । এই শরীর তখনই ঠিক হবে যখন জ্ঞান আর যোগের ধারণা হবে । ধারণা না হলে শরীর আরোই খারাপ হতে থাকবে । নতুন শরীর ভবিষ্যতে পাওয়া যায় । আত্মাকে তো পবিত্র হতে হবে । এ তো পুরানো শরীর, একে যতই পাউডার, লিপস্টিক আদি লাগাও, শৃঙ্গারও করো তবুও ব্যর্থ, মূল্যহীন । এই শৃঙ্গার অপ্রয়োজনীয় ।

এখন তোমাদের সকালের বিবাহ বন্ধন শিববাবার সঙ্গে হয়েছে । যখন বিয়ে হয় তখন পুরানো কাপড় পড়ানো হয় । এখন এই শরীরকে সাজিও না । জ্ঞান আর যোগে সাজালে ভবিষ্যতের প্রিন্স - প্রিন্সেস হতে পারবে । এ হলো জ্ঞান মান সরোবর । এতে জ্ঞানের ডুব দাও তাহলে স্বর্গের পরী হতে পারবে । প্রজাদের তো পরী বলবে না । বলা হয় যে, কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলো, তারপর মহারাণী, পাটরানী বানিয়েছিলো । এমন তো নয় যে, ভাগিয়ে নিয়ে প্রজাতে চণ্ডাল আদি বানিয়েছিলো । নিয়ে এসেছিলো মহারাজা, মহারাণী বানানোর জন্য । তোমাদেরও এমন পুরুষার্থ করা উচিত । এমন নয় যে, যে পদ পেলাম, তাই ভালো ----। এখানে মুখ্য হলো পড়া । এ তো পাঠশালা, তাই না । গীতা পাঠশালা অনেক খোলা হয় । তারা বসে কেবল গীতা শোনায়, মুখস্ত করায় । কোনো একটি শ্লোক নিয়ে আধ ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা তার উপর বলতে থাকে । এতে তো কোনো লাভই নেই । এখানে তো বাবা বসে পড়ান । এখানে এইম অবজেক্ট পরিষ্কার । আর কোনো বেদ শাস্ত্র, জপ - তপ ইত্যাদি করাতে কোনো এইম অবজেক্ট নেই । কেবল পুরুষার্থ করতে থাকো কিন্তু কি পাবে ? যখন অনেক ভক্তি করা হয় তখন ভগবান মিলিত হন, রাতের পর দিন তো অবশ্যই আসতে হবে । সময় হলেই তা হবে, তাই না । কল্পের আয়ু কেউ কি বলে দেয়, কেউ আবার অন্যকিছু বলে দেয় । তাদের বোঝালে বলবে, শাস্ত্র কিভাবে মিথ্যা হবে ? ভগবান থোড়াই মিথ্যা বলতে পারে । এই বোঝানোর শক্তির প্রয়োজন ।

বাচ্চারা, তোমাদের যোগের শক্তির প্রয়োজন । যোগবলে সমস্ত কাজ সহজ হয়ে যায় । কোনো কাজ না করতে পারলে মনে করা হবে শক্তিও নেই আর যোগবলও নেই । বাবা কোথায় না কোথায় সাহায্য করেন । এই ড্রামায় যা নিহিত আছে তাই রিপিট হয় । এও আমরাই বুঝি, আর কেউই ড্রামাকে বুঝতে পারে না । সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা চলে যাচ্ছে, টিক টিক হয়ে যাচ্ছে, আমাদের এই শ্রীমতে তাই অভিনয়ে আসে । এই শ্রীমতে না চললে কিভাবে শ্রেষ্ঠ হবে ? সবাই একরকম হতে পারে না । ওই মানুষরা মনে করে আমরা এক হয়ে যাবো কিন্তু একের অর্থ বোঝে না । এক কি হবে ? এক বাবা কি হওয়া উচিত নাকি সবাই এক ভাই হওয়া উচিত ? ভাই বললে তবুও ভালো । এই শ্রীমতেই আমরা বরাবর এক হতে পারি । তোমরা সবাই এক মতে চলো । তোমাদের বাবা, টিচার এবং গুরু একজনই । যারা সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলবে না তারা শ্রেষ্ঠও হতে পারবে না । একদম যদি না চলে তাহলে শেষ হয়ে যাবে । রেসে তারাই যায় যারা যোগ্য হয় । যখন কোনো বড় রেস হয়, তখন ঘোড়াও খুব ভালো ফার্স্টক্লাস রাখা হয় কেননা বড় লটারী রাখা হয় । এও অশ্ব রেস । হুসেনের ঘোড়া, বলো না ! ওরা হুসেনের ঘোড়া লড়াইতে দেখিয়েছে । এখন তোমরা বাচ্চারা তো ডবল অহিংসক । কামের হিংসা এক নম্বর । এটা যে হিংসা তা কেউ জানেই না । সন্ন্যাসীরাও এমন মনে করে না । কেবল বলে দেয় এ হলো বিকার । বাবা বলেন -- কাম হলো মহাশত্রু । এ আদি, মধ্য এবং অন্ত তোমাদের

দুঃখ দেয় । তোমাদের এ কথা সিদ্ধ করে বলতে হবে যে, আমাদের হলো প্রবৃত্তি মার্গের রাজযোগ । তোমাদের হলো হঠযোগ । তোমরা শংকরাচার্যের থেকে হঠযোগ শিখেছো আর আমরা শিবাচার্যের কাছে রাজযোগ শিখছি । এমন এমন কথা সময় মতো শোনানো উচিত ।

কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে, দেবতাদের যদি ৮৪ জন্ম হয় তাহলে এই খৃষ্টান ইত্যাদিদের কতো জন্ম ? তাহলে বলো, এ তোমরা হিসেব করো । পাঁচ হাজার বছরে ৮৪ জন্ম হয়েছে । ক্রাইস্টের দু হাজার বছর হয়েছে । তাহলে হিসাব করো - এভারেজ কতো জন্ম হয়েছে ? ৩০ - ৩২ জন্ম হবে । এ তো পরিষ্কার কথা । যারা অনেক সুখ দেখে তারা দুঃখও অনেক দেখে । আর ওরা কম সুখ আর কম দুঃখ পায় । এভারেজে এই হিসেব বের হয় । পরের দিকে যারা আসে তারা অল্প জন্ম নেয় । বুদ্ধ, ইব্রাহিমের হিসেবও বের করা যেতে পারে । খুব বেশী এক বা দুই জন্মের তফাত হবে । তাই এই সব বিষয়ে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত । কেউ জিজ্ঞেস করলে কি বোঝাবে ? তবুও বলো -- প্রথমে তো বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । তোমরা বাবাকে তো স্মরণ করো । তোমাদের যতো জন্ম নিতে হবে, তোমরা তত জন্মই নেবে । বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা তো নিয়ে নাও । তোমাদের খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । এ হলো পরিশ্রমের কাজ । এই পরিশ্রমেই তোমরা সফল হবে । এতে অনেক বড় বুদ্ধির প্রয়োজন । বাবার প্রতি আর বাবার সম্পদের প্রতি অনেক ভালোবাসার প্রয়োজন । কেউ তো এই সম্পদও নেয় না । আরে, জ্ঞান রত্ন তো ধারণ করো । তখন বলে আমরা কি করবো ? আমরা তো বুঝতেই পারি না । না বুঝলে তোমাদের ভবিতব্য । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) কাউকেই ঘৃণা করবে না । সকলের সাথে মিষ্টি ব্যবহার করতে হবে । জ্ঞান - যোগের রেস করে বাবার গলার হার হতে হবে ।

২) নিদ্রাজয়ী হয়ে ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে । যা শুনবে তার উপর বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস করতে হবে ।

বরদান :-- সদা সেফটির গন্ডীর ভিতর পরমাত্ম ছত্রছায়ার অনুভব করে মায়াজিত ভব

"বাবা আর তুমি" এই হলো সেফটির গন্ডী, এই গন্ডীই পরমাত্ম ছত্রছায়া । যারা এই ছত্রছায়ার গন্ডীর অন্দরে থাকে, তাদের কাছে মায়া আসার সাহসও পায় না । তখন পরিশ্রম কি, বাধা কি, বিঘ্ন কি -- -এইসব শব্দে অবিদ্যা হয়ে যাবে । সদা সুরক্ষিত থাকবে, বাবার হৃদয়ে এক হয়ে থাকবে - এই হলো সবথেকে সহজ আর তীব্রগতিতে যাওয়ার অথবা মায়াজিত হওয়ার পুরুষার্থ ।

স্লোগান :-- দিব্য গুণের সর্ব অলংকারে যদি সেজে থাকো তাহলে অহংকার আসতে পারবে না ।